জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ১৪ • ৫ এপ্রিল, ২০২৫

SUBHAJIT MULLICK
HR Manager, Monotel

শুধু কোর্স নয়, কাজ শেখার ইচ্ছেও আসল, মন্তব্য জর্জের প্রাক্তনী উচ্চপদে কর্মরত শুভজিতের

স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নিজের কর্তব্যের প্রতি অবিচল শুভজিৎ মল্লিক। যিনি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে মোনোটেল নামক এক নামী সংস্থায় হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের ম্যানেজার। কোম্পানির কোনও কর্মী নিয়োগে যিনি তদারকির কাজটা করে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ পদ, ব্যস্ত সিডিউল। জর্জের এই সফল প্রাক্তনীর কথাবার্তায় এতটাই আত্মবিশ্বাস যে, বোঝাই যাবে না দিনে কত চাপ নিয়ে কাজ করেন। তাঁর প্রতিটি কথায় চুঁইয়ে পড়ছিল নিজের কাজের প্রতি অসম্ভব প্যাশন।

২০০৮ সালে জর্জ টেলিগ্রাফে অ্যাকাউন্টস কোর্স শেখা এই প্রাক্তন ছাত্রের ব্যাখ্যা, যে কোনও সংস্থায় যোগ দেওয়ার জন্য যোগ্যতা তো আবশ্যিক, কিন্তু কর্মীর মনোভাবও বহুক্ষেত্রে জীবনের ক্ষেত্রে পার্থক্য গড়ে দেয়। তিনি এইচ আর বিভাগে রয়েছেন বলেই জানিয়েছেন, মনোভাব মানুষের কাজের ইচ্ছের একটা ধারণা দিতে পারে। 'স্লো বাট স্টেডি,' এই মন্ত্রেই এগিয়েছেন শুভজিৎ।

জর্জ টেলিগ্রাফে কোর্স শেষ করে পরের বছরই একটা চাটার্ড ফার্মে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে যোগ দেন। তারপরই হলদিরাম গ্রুপের মোনোটেল কোম্পানি থেকে অফার। টানা সেখানেই ১৩ বছর চাকরি হয়ে গিয়েছে বউবাজার অঞ্চলের এই বাসিন্দার। যাঁর ভাই-ও জর্জ টেলিগ্রাফের ছাত্র। এই নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুভজিৎকে অনেককিছু দিয়েছে। তাই এতদিন পরেও কৃতজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে। জর্জের সফল ছাত্রটি বলেছেন, "স্যারদের শিক্ষা তো বৃথা যায়নি, সাথে আমরা নিজেরাও চেষ্টা করেছি বলেই এতটা এগোতে পেরেছি।"

মা, ভাই ও স্ত্রী নিয়ে সংসার শুভজিৎদের। বাবাকে হারিয়েছেন ২০১২ সালে। পরিবারে তাঁর জন্মের পর থেকে স্বচ্ছলতা থাকলেও একটা সময় বাবার ব্যবসায় প্রবল মন্দা চলছিল। সেই কঠিন সময়ে নিজের স্কুলও বদল করতে হয়েছিল। স্নাতক হওয়ার পরেই জর্জে এসে যোগদানই শুভজিৎ-এর জীবন বদলে দিয়েছিল।

মেধাবী এই ছাত্র পড়তে চেয়েছিলেন ইলেকট্রনিকস নিয়ে। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। অগত্যা কমার্স নিয়ে পড়েই জীবনে এগিয়েছেন। শুভজিৎ তাই নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে একটা কথাই বলেছেন, "জীবনে যাই করো না কেন, ভালবেসে করতে হবে। অর্ধেক হৃদয় দিয়ে পুরো আকাশ জেতা যায় না।"

শুভজিৎ-এর মধ্যে একটা শিল্পী সত্ত্বাও রয়েছে। সেই ভালবাসা থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসেন। অ্যাকাউন্টস বিভাগে অনেক বিষয় নতুন এসেছে, জিএসটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কোম্পানির কাজগুলির বেশিরভাগই হয় অনলাইনে। তারপরেও কাজ শেখার ইচ্ছে, পরিশ্রম ও নিষ্ঠাই যে সাফল্যের মাপকাঠি, তা বুঝে গিয়েছেন উচ্চপদে কর্মরত জর্জ টেলিগ্রাফের এই প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র।